রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, আগষ্ট ০৩, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংকিং বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯শে জুলাই, ১৯৯৭ইং/১৪ই শ্রাবণ, ১৪০৪ বাং

এস, আর, ও, নং-১৮৩-আইন/৯৭—দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১১৭ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা**।—এই বিধিমালা দেউলিয়া বিষয়ক বিধিমালা, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১০ নং আইন) ;

(খ) "আর্জি" অর্থ দেউলিয়া ঘোষণাদেশ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ধারা ১০ এর অধীন দাখিলকৃত কোন আবেদন পত্র ;

(গ) "আর্জিকারী" অর্থ যে ব্যক্তি আর্জি দাখিল করেন ;

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

(ঘ) "আদালত" অর্থ ধারা ৪(৩) এ সংজ্ঞায়িত দেউলিয়া বিষয়ক আদালত ;

(ঙ) "আপীল" অর্থ ধারা ৯৬ এর অধীনে দায়েরকৃত আপীল ;

(চ) "ধারা" অর্থ আইনের কোন ধারা ;

(ছ) "মামলা" অর্থ আইনের অধীন দেউলিয়া ঘোষণার মামলা ;

(জ) "বাদী" অর্থ মামলার বাদী বা আর্জিকারী ;

(ঝ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযুক্ত কোন ফরম ;

(ঞ) "দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি" অর্থ সংশ্লিষ্ট কাজ করার বা দায়িত্ব পালনের জন্য আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আদালতের কোন কর্মকর্তা ;

(ট) "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ একক দেনাদার ব্যতীত অন্য কোন দেনাদার কর্তৃক উহার প্রতিনিধি হিসাবে এতদুদ্দেশ্যে আদালতের আদেশ সাপেক্ষে, মনোনীত কোন ব্যক্তি ;

(ঠ) "রেজিষ্টার" অর্থ বিধি ৭ এর অধীন সংরক্ষিত দেউলিয়া মামলার রেজিষ্টার ;

(ড) "বিধিমালা" অর্থ এই বিধিমালা ;

(ঢ) "মেয়াদোত্তীর্ণ দেনা" অর্থ ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় সংজ্ঞায়িত মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বা দেনা, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে, ঋণ বা দেনা প্রদান সম্পর্কিত লিখিত দলিলে ঋণ বা দেনা বা উহার কিস্তি পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অপরিশোধিত ঋণ বা দেনা;

(ণ) "ঘোষণাদেশ" অর্থ দেউলিয়া ঘোষণাদেশ ;

(ত) "দেউলিয়া কর্ম" অর্থ ধারা ৯ এ উল্লিখিত কোন দেউলিয়া কর্ম ;

(থ) "যথাযোগ্য পাওনাদার" অর্থ এমন পাওনাদার, যিনি একক বা যাহারা যৌথভাবে অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ দেনার দাবীতে দেনাদারের নিকট ধারা ৯(১) (ঝ) অনুসারে আনুষ্ঠানিক দাবীনামা ফরম-১ এর মাধ্যমে প্রেরণ করিয়াছেন ;

(দ) "যথাযোগ্য দেনাদার" অর্থ এমন একজন দেনাদার যিনি একক ব্যক্তি নহেন ;

(ধ) "বন্টনযোগ্য সম্পদ" অর্থ ধারা ৩১(২) এ উল্লিখিত বন্টনযোগ্য সম্পদ এবং আইনের অন্যান্য বিধান অনুসারে বন্টনযোগ্য সম্পদের অংশরূপে অন্তর্ভুক্ত হয় এইরূপ কোন বিষয় সম্পত্তি।

আদালতের অনুসরণীয় পদ্ধতি

৩। **মামলা দায়ের।**—আদালতের নিকট বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট আর্জি দাখিল করিয়া মামলা দায়ের করিতে হইবে।

৪। **পাওনাদারের আর্জির বিষয়বস্তু।**—(১) কোন দেনাদার দেউলিয়া কর্ম করিলে, এক বা একাধিক যথাযোগ্য পাওনাদার একক বা যৌথভাবে আর্জির মাধ্যমে, আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন আর্জিতে নিম্নরূপ বিষয়ের উল্লেখ এবং তথ্যাদি থাকিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) যে আদালতে মামলা দায়ের করা হইতেছে উহার নাম ;

(খ) বাদীর নাম, পরিচয় ও বাসস্থান ;

(গ) বিবাদীর নাম, পরিচয় ও বাসস্থান (যতদূর জানা যায়) ;

(ঘ) আদালতের এখতিয়ার রহিয়াছে বলিয়া যদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় তদ্রুপ তথ্য ;

(ঙ) বাদীর দাবীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;

(চ) বাদীর প্রার্থিত প্রতিকার ;

(ছ) বাদীর টাকার সঠিক পরিমাণ (যতদূর সম্ভব) ;

(জ) দেনাদার কর্তৃক সংগঠিত দেউলিয়া কর্ম ও উহা সংগঠনের তারিখ ;

(ঝ) অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়, যদি থাকে।

৫। **দেনাদারের আর্জির বিষয়বস্তু।**—(১) কোন দেনাদারের দেনার পরিমাণ অন্যূন বিশ হাজার টাকা হইলে, তিনি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করিয়া আদেশ প্রদানের জন্য আদালতে আর্জির মাধ্যমে, আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) দেনাদার কর্তৃক পেশকৃত আর্জিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ এবং তথ্যাদি থাকিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) যে আদালতের মাধ্যমে মামলা দায়ের করা হইতেছে উহার নাম ;

(খ) বাদীর নাম, পরিচয় ও বাসস্থান ;

(গ) বিবাদীর নাম, পরিচয় ও বাসস্থান ;

(ঘ) আদালতের এখতিয়ার রহিয়াছে বলিয়া যদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় তদ্রুপ তথ্য ;

(ঙ) বাদীর প্রার্থীত প্রতিকার ;

(চ) দেনাদার যে তাহার দেনা পরিশোধে অক্ষম সেই মর্মে একটি সুনির্দিষ্ট বিবৃতি ;

(ছ) সাধারণতঃ যেই স্থানে তিনি বসবাস করেন বা তাহার কাজকর্ম পরিচালনা করেন বা ব্যক্তিগতভাবে কোন লাভজনক কর্মে লিপ্ত থাকেন সেই স্থানে অথবা তিনি গ্রেফতারকৃত বা কারারুদ্ধ থাকিলে যেই স্থানে তিনি কাহারও হেফাজতে আছেন সেই স্থান, অথবা দেনাদার একক ব্যক্তি না হইলে, উহার প্রধান বা নিবন্ধিকৃত কার্যালয় যেখানে অবস্থিত সেই স্থানের পূর্ণ বিবরণ ;

(জ) যে আদালত তাহাকে গ্রেফতার বা কারারুদ্ধ করার বা তাহার সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ প্রদান করিয়াছে সেই আদালত, এবং যেই ডিক্রী বা রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে উক্তরূপ কোন আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সেই ডিক্রী বা রায় এর বিবরণ ;

(ঝ) তাহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় আর্থিক দাবীর পরিমাণ, বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট পাওনাদারগণের নাম ও ঠিকানা, যতদূর তাহার জানা আছে বা যুক্তিসংগত সতর্কতা বা প্রচেষ্টাসহকারে জানা সম্ভব হয় ;

(ঞ) তাহার যাবতীয় সম্পত্তির পরিমাণ এবং বিবরণসহ নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি—

(অ) অর্থ ব্যতীত উক্তরূপ সকল সম্পত্তির মূল্যমান ;

(আ) এইরূপ সম্পত্তি যেই স্থান বা স্থানসমূহে পাওয়া যাইবে উহার বিবরণ।

(ট) তাহার হিসাব বহিসহ সকল সম্পত্তি আদালতের নিকট অর্পণ করিতে তিনি ইচ্ছুক মর্মে একটি ঘোষণা ;

(ঠ) ইতিপূর্বে দেনাদার কোন সময়ে বাংলাদেশে বা অন্যত্র দেউলিয়া ঘোষিত হইবার উদ্দেশ্যে কোন আর্জি বা আবেদন পেশ করিয়াছেন কিনা তৎসম্পর্কে একটি বিবৃতি এবং এইরূপ কোন আবেদন বা আর্জি পেশ করিয়া থাকিলে—

(অ) উক্ত আবেদন বা আর্জি খারিজ হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে উহার কারণ; অথবা,

(আ) যদি তিনি তৎপ্রেক্ষিতে দেউলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেন, তবে তাহার উক্ত দেউলিয়াত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তৎসহ এই মর্মে একটি বিবৃতি যে ইতিপূর্বে তাহার সম্পর্কে প্রদত্ত কোন দেউলিয়া ঘোষণাদেশ রদ হইয়াছে কিনা, ও রদ হইয়া থাকিলে, উহার কারণ।

(ড) অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়, যদি থাকে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি আইনের অধীনে দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর তিনি তাহার দায়মুক্তির জন্য আবেদন করিতে বা উক্ত আবেদন দাখিলের পর তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে আদালত সংশ্লিষ্ট ঘোষণাদেশ রদ করিলে, উক্ত ঘোষণাদেশ রদকারী আদালতের অনুমতি ব্যতীরেকে, উক্ত দেনাদার দেউলিয়া ঘোষিত হইবার জন্য কোন আর্জি পেশ করিতে পারিবেন না।

৬। **প্রতিনিধি হিসাবে মামলা দায়ের।**—যে ক্ষেত্রে বাদী প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতায় মামলা দায়ের করেন, সেইক্ষেত্রে যে ক্ষমতায় তিনি মামলা দায়ের করিলেন তাহা আর্জিতে উল্লেখ করিতে হইবে।

৭। **মামলার রেজিষ্টার**।—(১) আদালত দেউলিয়া মামলার রেজিষ্টার নামে একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিবে।

(২) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি রেজিষ্টারে প্রত্যেক মামলার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং প্রতি বৎসর আদালতে আর্জি গ্রহণের ক্রমানুসারে রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ বিবরণগুলির ক্রমিক সংখ্যা দিতে হইবে।

৮। **আর্জি গ্রহণ**।—(১) বাদী আর্জির সহিত যে সকল দলিল দাখিল করিয়াছেন (যদি করিয়া থাকেন) সেগুলির একটি তালিকা আর্জির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

(২) আর্জিতে যতজনকে বিবাদী করা হইয়াছে, সাদা কাগজে আর্জির সেই সংখ্যক নকল দাখিল করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেকটি আর্জি আর্জিকারী এবং তাহার নিযুক্তিয় আইনজীবী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং যদি কোন কারণে আর্জিকারী আর্জি স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ হন, সেই ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে মামলা দায়ের করার বা আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত যে কোন ব্যক্তি উহা স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

(৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি আর্জি, উহার সহিত সংযোজিত যাবতীয় দলিল, তথ্য এবং আইন ও বিধিমালা বিধান মোতাবেক সংযোজিতব্য ও প্রদেয় যাবতীয় কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সব কিছু সঠিক আছে, তাহা হইলে তিনি ঐগুলিতে স্বাক্ষর করিবেন এবং আর্জি রেজিষ্ট্রীভুক্ত করিবেন।

৯। **আর্জি সত্যাখ্যান**।—(১) আর্জিকারী বা অপর কোন ব্যক্তি, যদি মামলার ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত, আর্জির সত্যতা প্রতিপাদন করিবেন।

(২) সত্যতা প্রতিপাদনকারী ব্যক্তি আর্জিতে প্রদত্ত দফার সংখ্যা উল্লেখপূর্বক কোন দফাগুলির সত্যতা তিনি স্বজ্ঞানে প্রতিপাদন করিতেছেন এবং কোনগুলির সত্যতা তিনি অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত ও তাহার বিশ্বাসমতে সত্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিপাদন করিতেছেন তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া তারিখসহ স্বীয় স্বাক্ষর প্রদান করিবেন এবং যেস্থানে স্বাক্ষর করিবেন সেই স্থানের নামও উল্লেখ করিবেন।

১০। **মামলা ফেরত দান**।—(১) মামলার যে কোন পর্যায়ে প্রকৃতপক্ষে যে আদালতে মামলা দায়ের করা উচিত, সেই আদালতে আর্জি দাখিল করার জন্য উহা ফেরত দেওয়া যাইবে।

(২) আর্জি ফেরত দেওয়ার সময় বিচারক উহার উপর আর্জি দাখিলের ও ফেরত দেওয়ার তারিখ, আর্জিকারীর নাম এবং উহার ফেরত দেওয়ার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

১১। **আর্জি প্রত্যাখ্যান**।—(১) নিম্নলিখিত কারণে কোন আর্জি প্রত্যাখান করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) আর্জিতে মামলার কারণ উল্লেখ না থাকা;

(খ) আর্জির বিবৃতি হইতে যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন আইন অনুসারে মামলাটি নিষিদ্ধ;

(গ) মামলা দাখিলের ব্যাপারে আইন এবং বিধিমালার কোন শর্ত পূরণ করা না হইলে।

(২) কোন আর্জি প্রত্যাখ্যান করা হইলে, বিচারক উহার কারণ উল্লেখপূর্বক একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(৩) এই বিধির অধীন কোন আর্জি প্রত্যাখ্যান হইলে, বাদী একই কারণে মামলা করার জন্য নূতন আর্জি দাখিল করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

১২। বাদীর নির্ভরকৃত দলিল।—(১) যেক্ষেত্রে বাদী তাহার হস্তগত বা আওতাধীন কোন দলিলের ভিত্তিতে মামলা করেন, সেক্ষেত্রে আর্জি দাখিল করার সময় উক্ত দলিলও আদালতে দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত দলিল বা উহার একটি নকল নথিভুক্ত করার জন্য আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে বাদী তাহার দাবীর সমর্থনে প্রমাণস্বরূপ কোন কোন দলিলের উপর নির্ভর করেন (উহা তাহার হস্তগত বা আয়ত্তাধীন থাকুক বা না থাকুক), সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত দলিলসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা আর্জির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবেন এবং অনুরূপ কোন দলিল বাদীর হস্তগত বা আয়ত্তাধীন না থাকিলে, উহা কাহার হস্তগত বা আয়ত্তাধীনে আছে, তাহা বাদী, যদি সম্ভব হয়, তালিকায় উল্লেখ করিবেন।

(৩) বাদী কর্তৃক যে দলিল আদালতে দাখিল করা উচিত বা আর্জির সহিত সংযুক্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, তাহা যদি অনুরূপভাবে আদালতে দাখিল করা না হয় বা আর্জির সহিত সংযুক্ত তালিকাভুক্ত করা না হয়, তাহা হইলে মামলার শুনানীর সময় সেই দলিল,আদালতের অনুমতি ব্যতীত, বাদীর পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে না।

(৪) বিবাদীর স্বাক্ষীকে জেরা করার জন্য অথবা বিবাদী কর্তৃক কোন প্রশ্নের জবাব দানের জন্য যে দলিল দাখিল করা হয়, অথবা স্বাক্ষীর স্মৃতিশক্তি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে দলিল তাহার হাতে দেওয়া হয়, সেই দলিলের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (৩) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১৩। আর্জি পেশের পরবর্তী কার্যপদ্ধতি।—(১) কোন আর্জি গ্রহণ করা হইলে, আদালত উহা শুনানীর জন্য এমন একটি তারিখ নির্ধারণ করিয়া আদেশ প্রদান করিবে যেন উক্ত তারিখ আদেশ প্রদানের তারিখের পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হয়।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশের ভিত্তিতে একটি নোটিশ, বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহাই থাকুক না কেন, নিম্নরূপে জারী করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) আদালত যেরূপ উপযুক্ত এবং বাস্তব সম্মত বলিয়া মনে করে সেইরূপ পন্থায় আর্জিকারী অথবা তাহার আইনজীবীর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট উক্ত নোটিশ প্রদান করিয়া;

(খ) আর্জিকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আদালত যেরূপ উপযুক্ত এবং বাস্তব সম্মত মনে করে সেইরূপ পন্থায় এবং তৎসহ বহুল প্রচারিত ও দেশের রাজধানী হইতে প্রকাশিত অন্ততঃ দুইটি বাংলা দৈনিকের পর পর দুইটি সংখ্যায় উক্ত দরখাস্ত ও আদেশটির সারমর্ম প্রকাশ করিয়া।

নোটিশ, লিখিত আপত্তি, ইত্যাদি

১৪। **নোটিশ**।— (১) মামলা যথাযথভাবে দায়ের হওয়ার পর আদালত, তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখে লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে এবং আদালতে হাজির হওয়ার জন্য, বিবাদীর প্রতি নোটিশ প্রেরণ করিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মামলা দায়ের সময় বা তৎপরবর্তী কোন সময় বিবাদী আদালতে হাজির হইয়া বাদীর দাবী স্বীকার করিয়া লইলে এইরূপ নোটিশ প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না।

(২) প্রত্যেক নোটিশের সংগে আর্জির নকল বিবাদীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক নোটিশ আদালতের সীলমোহর এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত হইতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) অনুসারে বিবাদীর উপর নোটিশ জারী হইয়া থাকিলে, বিবাদী ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিযুক্তীয় আইনজীবীর মাধ্যমে অথবা মামলা সম্পর্কে সকল প্রশ্নের উত্তরদানে সক্ষম কোন ব্যক্তির মাধ্যমে লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন এবং আদালতে হাজিরা দিতে পারিবেন।

(৫) যদি কোন কারণে আদালতের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, বিবাদীর ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হওয়ার প্রয়োজন আছে, তাহা হইলে বিবাদী, তাহার উপর জারীকৃত নোটিশে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার নির্দেশ থাকা সাপেক্ষে, আদালতে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইবেন।

(৬) আদালতের চলতি কাজ, বিবাদীর বাসস্থান এবং নোটিশ জারীর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের বিষয় বিবেচনা করিয়া আপত্তি দাখিল করা এবং আদালতে হাজির দেওয়ার তারিখ এমনভাবে নির্ধারণ করা হইবে যাহাতে আদালতে হাজির হওয়া এবং আপত্তি দাখিল করার জন্য বিবাদী যথেষ্ট সময় পান।

(৭) বিবাদীর নিকট প্রেরিত নোটিশে মামলায় তাহার আপত্তির সমর্থনে যে সকল দলিলের উপর তিনি নির্ভর করেন বা করিতে ইচ্ছুক সেই সকল দলিল আদালতে দাখিল করার জন্য নির্দেশ থাকিবে।

১৫। **নোটিশ জারী**।— (১) আদালতের সিলমোহর এবং বিচারক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরে আইন ও বিধিমালার অধীন যে কোন নোটিশ জারী করা হইবে।

(২) আইন বা বিধিমালায় ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, —

(ক) প্রত্যেক বিবাদীর উপর আলাদাভাবে নোটিশ জারী করিতে হইবে ;

(খ) বিবাদী বা তাহার পরিবারের কোন ব্যক্তি বা তাহার কোন প্রতিনিধি বা তাহার কার্যে নিযুক্ত কোন কর্মচারী বা উক্ত কর্মচারীর কোন অধঃস্তনের নিকট নোটিশের কপি অর্পণ বা সরবরাহ করা হইলে নোটিশটি জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। **নোটিশ প্রাপ্তি স্বীকারমূলক স্বাক্ষর**।—বিধি ১৫(২) (ঘ) এর অধীন নোটিশ অর্পণ বা সরবরাহ করার সময় নোটিশের মূল কপির উপর নোটিশ গ্রহণকারীর স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাংগুলির ছাপ গ্রহণ করিতে হইবে এবং নোটিশ অর্পণ বা সরবরাহ করার সময় নোটিশ গ্রহণকারীকে সনাক্তকারী, যদি থাকে, এর নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি প্রতিবেদন মূল নোটিশের সহিত গ্রথিত করিয়া জারীকারক আদালতে দাখিল করিবেন।

১৭। **নোটিশ গ্রহণে অস্বীকৃতি, ইত্যাদি**।— বিধি ১৫ তে উল্লিখিত কোন ব্যক্তি যদি নোটিশ গ্রহণ করিতে বা প্রাপ্তি স্বীকারমূলক স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন অথবা জারীকারক যথাবিহিত এবং সংগত সকল চেষ্টা করিয়াও যদি বিবাদীকে না পান এবং বিবাদীর পক্ষে নোটিশ গ্রহণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি বা নোটিশ গ্রহণের যোগ্য অন্য কোন ব্যক্তি না থাকেন,তাহা হইলে জারীকারক যে গৃহে বিবাদী সাধারণতঃ বসবাস করেন বা ব্যবসা চালান বা অন্য কোন লাভজনক কাজ

করেন, সেই গৃহের বহির্দ্বারে বা গৃহের অন্য কোন দৃষ্টিআকর্ষক অংশে নোটিশের একটি অনুলিপি লটকাইয়া দিবেন এবং যে পরিস্থিতিতে তিনি নোটিশের অনুলিপিটি লটকাইয়া জারী করিয়াছেন এবং যাহার বা যাহাদের উপস্থিতিতে উহা লটকানো হইয়াছে, তাহার বা তাহাদের নাম ও ঠিকানা মূল নোটিশের উল্টা পিঠে বা তৎসংগে গ্রথিত কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া এবং উপস্থিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া মূল নোটিশটি আদালতে ফেরৎ দিবেন।

১৮। **বিদেশে বসবাসকারী বিবাদীর উপর নোটিশ জারী।**— যে ক্ষেত্রে বিবাদী বাংলাদেশের বাহিরে বসবাস করেন এবং নোটিশ গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার কোন প্রতিনিধি বাংলাদেশে না থাকে, সেইক্ষেত্রে বিবাদী যে স্থানে বসবাস করিতেন সেই স্থানের ঠিকানায় নোটিশটি ডাকযোগে বা ফ্যাক্স, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রেরণ করিয়া জারী করা যাইবে।

১৯। **কারাগারে আটক বিবাদীর উপর নোটিশ জারী।**— বিবাদী কারাগারে আটক থাকিলে, কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিয়া বা উক্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিয়া বিবাদীর উপর নোটিশ জারী করিতে হইবে।

২০। **যে ব্যক্তির নিকট নোটিশ অর্পণ বা প্রদান করা হয় তাহার কর্তব্য।**—(১) কোন ব্যক্তির উপর জারীর জন্য কোন নোটিশ অন্য কোন যথাযোগ্য ব্যক্তির নিকট অর্পণ, প্রদান বা প্রেরণ করা হইলে, সেই অন্য ব্যক্তি উহা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর জারী করিতে এবং, সম্ভব হইলে, উক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রাপ্তি স্বীকারমূলক স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া উক্ত নোটিশের মূল কপি ফেরৎ পাঠাইতে বাধ্য থাকিবেন এবং উক্ত প্রাপ্তি স্বীকারমূলক স্বাক্ষর নোটিশ জারীর প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন কারণে নোটিশ জারী অসম্ভব হয়, সেইক্ষেত্রে যে কারণে জারী সম্ভব হয় নাই এবং জারী করার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণসহ উক্ত নোটিশ আদালতে ফেরৎ পাঠাইতে হইবে এবং এইরূপ বিবরণ নোটিশ জারীর প্রমাণরূপে গণ্য হইবে।

২১। **নোটিশের পরিবর্তে পত্র প্রেরণ।**—(১) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালত বিবাদীর মর্যাদা বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতি নোটিশ না দিয়া বিচারক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত পত্র প্রেরণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রেরিত পত্রে নোটিশের সকল বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে এবং, উপ-বিধি (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত পত্র সর্বক্ষেত্রেই নোটিশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পত্র ডাকযোগে বা আদালতের মনোনীত বিশেষ দূত মারফৎ অথবা আদালতের মতে অন্য কোন উপযুক্ত পদ্ধতিতে বিবাদীর নিকট প্রেরণ করা যাইবে এবং যেক্ষেত্রে বিবাদীর পক্ষে নোটিশ গ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত পত্র সেই প্রতিনিধির নিকট অর্পণ বা প্রেরণ করা যাইবে এবং এইরূপ অর্পণ বা প্রেরণ করার মাধ্যমে নোটিশটি জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। **জারীকারকের ঘোষণা।**—জারীকারক কোন নোটিশ জারীর প্রচেষ্টার বিষয় লিখিতভাবে উল্লেখ করিবে, যাহা সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হইবে।

২৩। **আর্জির জবাব বা আপত্তি দাখিল।**—(১)বিবাদীর উপর নোটিশ জারী হইলে, বিবাদী যদি তাহার সমর্থনে লিখিত জবাব বা আপত্তি দাখিল করিতে চান, তাহা হইলে তিনি, আইন বা বিধিমালায় ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, তাহার স্বাক্ষরিত লিখিত জবাব বা আপত্তি আদালতে দাখিল করিবেন।

(২) জবাব বা আপত্তি দাখিলকারী ব্যক্তি জবাব বা আপত্তির সত্যতা প্রতিপাদন করিবেন এবং উহাতে স্বাক্ষর দিয়া তারিখ ও স্থানের নাম লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে বিবাদী তাহার আয়ত্তাধীন দলিলপত্রসমূহের উপর তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের সাক্ষ্য হিসাবে নির্ভর করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি জবাব বা আপত্তি দাখিল করার সময় সেইগুলি আদালতে উপস্থাপন করিবেন এবং দলিলগুলি নথিভুক্ত করার জন্য প্রদান করিবেন।

২৪। **অস্বীকার সুনির্দিষ্ট হওয়া।**—বিবাদী তাহার জবাব বা আপত্তি দ্বারা বাদীর কোন অভিযোগ অস্বীকার করিলে, তাহা সাধারণভাবে অস্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইবে না বরং তাহা সুনির্দিষ্ট এবং তথ্যভিত্তিক হইতে হইবে।

শুনানী

২৫। **বিবাদীর হাজিরা ও জবাব দানের তারিখে পক্ষগণের হাজিরা, ইত্যাদি।**—(১) বিবাদীর আদালতে উপস্থিতি এবং জবাব দানের জন্য নোটিশে নির্ধারিত তারিখে পক্ষগণ ব্যক্তিগতভাবে বা তাহাদের নিযুক্তীয় স্ব স্ব আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে হাজির হইবেন।

(২) আদালত মামলার শুনানী মুলতবী করিয়া অন্য কোন তারিখ নির্ধারণ না করিলে, সেই দিনেই মামলার শুনানী অনুষ্ঠিত হইবে।

২৬। **মামলার খারিজ, ইত্যাদি।**—(১) বাদী কর্তৃক কোর্ট ফি এবং নোটিশ জারীর ব্যয়যোগ্য ডাকমাশুল, যদি প্রয়োজন হয়, না দেওয়ার কারণে বিবাদীর উপর নোটিশ জারী না হইলে, আদালত মামলা খারিজ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিবাদীর উপর নোটিশ জারী না হইলেও যদি নির্ধারিত তারিখে বিবাদী স্বয়ং বা প্রতিনিধির মাধ্যমে আদালতে হাজিরা দেন, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ খারিজের আদেশ দেওয়া হইবে না।

(২) মামলা শুনানীর জন্য ডাকা হইলে যদি কোন পক্ষই হাজির না হয়, তাহা হইলে আদালত মামলা খারিজের আদেশ দিতে পারিবে।

(৩) এই বিধি, আইন বা বিধিমালার অন্য কোন বিধান মোতাবেক কোন মামলা খারিজ কর হইলে বাদী, অনূর্ধ ত্রিশ দিনের মধ্যে, নূতন মামলা দায়ের করিতে পারিবেন অথবা খারিজের আদেশ রদ করার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) কোর্ট ফি এবং নোটিশ জারীর ডাকমাশুল, যদি লাগে, সময়মত পরিশোধ না করার বা আদালতে হাজির না হইতে পারার যথাযথ কারণ প্রদর্শন করিয়া বিবাদী আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, আদালত মামলা খারিজ আদেশটি রদ করিয়া উহা একই নম্বরে ও নথিতে পুনরুজ্জীবিত করার আদেশ দান করিবে এবং মামলার বিচারের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবে।

২৭। **আদালতে কেবল বাদীর হাজিরার ক্ষেত্রে কার্যপদ্ধতি।**—(১) মামলার শুনানীর ডাক পড়িলে যদি কেবল বাদী হাজির হন কিন্তু বিবাদী অনুপস্থিত থাকেন, সেইক্ষেত্রে—

(ক) যদি প্রমাণ হয় যে, নোটিশ যথারীতি জারী হইয়াছে, তাহা হইলে আদালত একতরফাভাবে বিচার করার জন্য অগ্রসর হইতে পারিবে ;

(খ) যদি প্রমাণ হয় যে নোটিশ যথারীতি জারী হয় নাই, তাহা হইলে আদালত বিবাদীর উপর দ্বিতীয়বার নোটিশ জারী করার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে ;

(গ) যদি প্রমাণ হয় যে নোটিশ যথারীতি জারী হইলেও, বিবাদীকে জবাব দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নাই, তাহা হইলে আদালত পরবর্তী কোন নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত মামলার শুনানী স্থগিত রাখিবে এবং বিবাদীকে সেই তারিখ জ্ঞাত করাইবার নির্দেশ দিবে।

(২) যদি বাদীর কোন ত্রুটি বা গাফলতির দরুন যথারীতি নোটিশ জারী না হয়, বা যথেষ্ট সময় দিয়া নোটিশ জারী না হয়, তাহা হইলে আদালত মামলার শুনানী মূলতবী করার কারণে যে খরচ হইবে তাহা বাদীকে বহন করার আদেশ দান করিতে পারিবে।

২৮। **বিবাদীর পূর্ববর্তী অনুপস্থিতির কারণ দর্শানোর ক্ষেত্রে কার্যপদ্ধতি।**—যেক্ষেত্রে আদালত মামলার একতরফা শুনানী স্থগিত রাখিয়াছে, সেইক্ষেত্রে বিবাদী যদি উক্ত শুনানী চলাকালে বা তৎপূর্বে হাজির হইয়া তাহার পূর্ববর্তী অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শান, তাহা হইলে খরচা সম্পর্কে আদালত যে শর্ত আরোপ করিবে তাহা সাপেক্ষে, বিবাদীর বক্তব্য শ্রবণ করা যাইবে এবং তাহা নির্ধারিত তারিখে তাহার হাজিরা থাকার ন্যায় বিবেচিত হইবে।

২৯। **আদালতে কেবল বিবাদীর হাজিরার ক্ষেত্রে কার্যপদ্ধতি।**—মামলার শুনানীর জন্য ডাক পড়িলে যদি কেবল বিবাদী হাজির হন কিন্তু বাদী অনুপস্থিত থাকেন, সেইক্ষেত্রে বিবাদী যদি বাদীর বা উহার অংশবিশেষ স্বীকার করেন, তাহা হইলে আদালত উক্তরূপ স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করিয়া কেবলমাত্র বিবাদী কর্তৃক স্বীকৃত অংশ বিশেষের জন্য বিবাদীকে দেউলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে এবং বাদীর মামলার বাকী অংশের জন্য মামলা খারিজের আদেশ দিতে পারিবে।

৩০। **বিধি ২৯ এর অধীন আংশিক খারিজ আদেশ রদ।**—যেক্ষেত্রে বিধি ২৯ অনুসারে কোন মামলা আংশিকভাবে খারিজ হয়, সেইক্ষেত্রে বাদী মামলা খারিজের আদেশ রদ করার জন্য, খারিজ আদেশের তারিখ হইতে অনূর্ধ পনের দিনের মধ্যে, আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন এবং যদি তিনি আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, মামলা শুনানীর সময় অনুপস্থিতির জন্য তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল, তাহা হইলে আদালত, খরচ সম্পর্কে যথাবিহীত শর্ত সাপেক্ষে, মামলা খারিজের আদেশ রদ করিতে পারিবে এবং মামলার কার্যধারা পরিচালনার জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাদীর আবেদন সম্পর্কে কোন নোটিশ বিবাদীকে না দিয়া এই বিধি অনুসারে কোন আদেশ দেওয়া যাইবে না।

৩১। **বিবাদীর ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হওয়ার ফলাফল।**—যেক্ষেত্রে আদালত কোন বিবাদীকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ দেয়, সেইক্ষেত্রে যদি উক্ত বিবাদী ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির না হন অথবা আদালতের সন্তুষ্টি অনুসারে তাহার অনুপস্থিতির জন্য যথেষ্ট কারণ না দর্শান, তাহা হইলে আদালত বিবাদীর অনুপস্থিতির জন্য যে কোন উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩২। বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত একতরফা আদেশ রদকরণ।—(১) কোন মামলায় বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা আদেশ দেওয়া হইয়া থাকিলে, উহা রদ করার জন্য বিবাদী, একতরফা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে পনের কার্য দিবসের মধ্যে, আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন এবং যদি বিবাদী আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, তাহার উপর নোটিশ যথারীতি জারী হয় নাই, অথবা অপর কোন সংগত কারণে তিনি মামলার শুনানীর সময় হাজির হইতে পারেন নাই, তাহা হইলে আদালত, খরচা সম্পর্কে যথাবিহীত শর্ত আরোপ সাপেক্ষে, উক্ত একতরফা আদেশটি রদের আদেশ প্রদান করিবেন এবং মামলা পরিচালনার জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এক তরফা আদেশটি এমন ধরণের হয় যে, উহা কেবল আবেদনকারী বিবাদীর বিরুদ্ধে রদ করিলেই চলিবে না, তাহা হইলে অন্যান্য সকল বা অন্য কোন বিবাদীর বিরুদ্ধেও উক্ত আদেশ রদ করা যাইবে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, মামলার অপর পক্ষকে নোটিশ না দিয়া এই বিধি অনুসারে কোন আদেশ রদ করা যাইবে না।

(২) কোন মামলায় প্রদত্ত একতরফা আদেশ রদ করা হইলে, মামলাটি একতরফা আদেশ প্রদানের অব্যবহিত পূর্বে যে স্তরে ছিল ঠিক সেই স্তর হইতে চালু করা হইবে।

৩৩। আনুষ্ঠানিক দাবীনামা।—যদি অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকার কোন পাওনাদার কোন কোন দেনাদারের বিরুদ্ধে আইনের ধারা ১০ এর অধীন আদালতে আর্জি পেশ করিতে ইচ্ছা পোষণ করেন, তাহা হইলে তিনি তাহার পাওনা পরিশোধ করিতে বা উক্ত পাওনা বাবদ প্রয়োজনীয় জামানত প্রদান করিতে দেনাদারকে ফরম ১ এ, আনুষ্ঠানিকভাবে দাবীনামা, অতঃপর এই বিধিতে দাবীনামা, বলিয়া উল্লিখিত, প্রেরণ করিবেন।

(২) দাবীনামা দেনাদারের স্থায়ী এবং বর্তমান ঠিকানায় (যাহা দেনাদার পাওনাদারকে সর্বশেষ জ্ঞাত করাইয়াছিলেন) প্রাপ্তি স্বীকারমূলক রশিদসহ রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে প্রেরণ করিত হইবে।

(৩) দাবীনামা অগ্রাহ্য করা হইলে আইনের অধীন দেনাদারকে দেউলিয়া ঘোষণার জন্য আদালতে মামলা করা হইবে মর্মে বিষয়টি নোটিশে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৪) প্রেরিত দাবীনামা, দেনাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত ঠিকানা সঠিক থাকা সাপেক্ষে, ফেরত আসিলেও উহা যথারীতি জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) দাবীনামার সারমর্ম কোন বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিক পত্রিকার একটি সংখ্যার মাধ্যমে পাওনাদার নিজ খরচে প্রকাশ করিলে, তাহা দেনাদার কর্তৃক দাবীনামা জারীর অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৬) দাবীনামা জারীর পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিন অতিবাহিত হইবার পর, পাওনাদার কর্তৃক দেনাদারের বিরুদ্ধে আদালতে আর্জি পেশ করা যাইবে।

৩৪। দেউলিয়া ঘোষণাদেশ প্রকাশ্য আদালতে পাঠ।—(১) দেউলিয়া ঘোষণাদেশ প্রকাশ্য আদালতে পাঠ করিয়া শুনানো হইবে।

(২) প্রত্যেক দেউলিয়া ঘোষণাদেশ একটি রায়ের ভিত্তিতে প্রদান করা হইবে এবং উক্ত রায়ে বাদী ও বিবাদী উভয়ের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্যের সারাংশ এবং সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি সম্বলিত বিবৃতি ও আদালতের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত থাকিবে।

৩৫। ঘোষণাদেশ প্রকাশ।—(১) কোন দেনাদারের ব্যাপারে দেউলিয়া ঘোষণাদেশ দেওয়া হইলে, আদালত বিষয়টি বিধৃত করিয়া একটি নোটিশ সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রকাশিত নোটিশে দেউলিয়ার নাম, ঠিকানা ও পরিচিতি, ঘোষণাদেশ প্রদানের তারিখ, দেনাদারের দায়মুক্তি আবেদন করার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা এবং ঘোষণাদেশ প্রদানকারী আদালতের নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত নোটিশের একটি কপি আদালতের নোটিশ বোর্ডে অন্যূন ত্রিশ দিন টাংগাইয়া রাখিতে হইবে।

(৪) এই বিধির অধীনে প্রকাশিত নোটিশ, আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে কোন জাতীয় বাংলা দৈনিকের একটি সংখ্যায় বাদীর খরচে প্রকাশ করা যাইবে।

৩৬। পাওনাদার কমিটি।—(১) যথাযোগ্য পাওনাদারের সংখ্যা দশজনের অধিক হইলে, পাওনাদারগণ ইচ্ছা করিলে, রিসিভারকে আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে, একজন চেয়ারম্যান ও অনধিক চারজন সদস্য সমন্বয়ে একটি পাওনাদার কমিটি, অতঃপর এই বিধিতে পাওনাদার কমিটি বলিয়া উল্লিখিত, গঠন করিতে পারিবে।

(২) পাওনাদারগণ নিজেদের মধ্যে হইতে পাওনাদার কমিটির সভাপতি, অতঃপর এই বিধিতে সভাপতি বলিয়া উল্লিখিত, ও সদস্য নির্বাচন করিবেন।

(৩) পাওনাদার কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।

(৪) সভাপতি, প্রয়োজনবোধে, যে কোন সময় পাওনাদার কমিটির বিশেষ সভা আহবান করিতে পারিবেন।

(৫) পাওনাদার কমিটির সকল সভায় সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) পাওনাদার কমিটির মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে।

(৭) পাওনাদার কমিটির প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

৩৭। **দেউলিয়ার বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য দেনার দাবী।** —(১) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেউলিয়া ঘোষণাদেশ প্রদত্ত হইলে, উক্ত দেউলিয়ার বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য দেনার দাবীদার যে কোন ব্যক্তি ফরম-২ এ তাহার দাবীকৃত দেনার পরিমাণ ও বিবরণসম্বলিত সংক্ষিপ্ত দাবীনামা এবং উহার সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপন করিবেন।

৩৮। **পাওনা-তফসিল প্রণয়ন ও প্রকাশ।**—(১) দেউলিয়া ঘোষণাদেশ প্রদত্ত হইলে, দেউলিয়ার বিরুদ্ধে আইনের অধীন প্রমাণযোগ্য দেনার দাবীকারী সকল ব্যক্তি তাহাদের পাওনার পরিমাণ ও বিবরণসম্বলিত সংক্ষিপ্ত দাবীনামা এবং উহার সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য উপস্থাপন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাবী প্রমাণকারী সকল ব্যক্তি ও তাহাদের পাওনার বিবরণ-সম্বলিত একটি পাওনা-তফসিল আদালত প্রণয়ন করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রণীত তফসিলের একটি অনুলিপি আদালত ভবনের নোটিশ বোর্ডে বা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে সাটিয়া দিয়া প্রকাশ করিতে হইবে।

৩৯। **পাওনা-তফসিলে নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন।** —(১) বিধি ৩৯ এর অধীন পাওনা তফসিল প্রকাশিত হওয়ার পরও যে কোন ব্যক্তি, একক দেনাদারের ক্ষেত্রে, দেউলিয়ার দায়মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময়, এবং একক দেনাদার ব্যতীত অন্য কোন দেনাদারের ক্ষেত্রে, উক্ত পাওনা তফসিল আদালত ভবনের নোটিশ বোর্ডে বা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে সাটিয়া দেওয়ার তারিখ হইতে পনের দিনের মধ্যে, তাহার নাম পাওনা-তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করিবার আদেশ প্রার্থনা করিয়া আদালতের নিকট আবেদন বা আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি(১) এর অধীন প্রদেয় আবেদন বা আপত্তি ফরম-৩ এর মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

৪০। **ঘোষণাদেশ রদ ইত্যাদি সম্পর্কিত আদেশের প্রকাশনা।** —যেক্ষেত্রে আদালত ধারা ৪০ এর অধীন কোন দেউলিয়া ঘোষণাদেশ রদ করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদেশটি আদালত সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আদেশটি উক্ত উপ-বিধিতে প্রকাশিত হইবার সংগে সংগে উহার একটি অনুলিপি ঘোষণাদেশ রদের জন্য আবেদনকারী পক্ষের নিজ খরচে যে কোন একটি বাংলা জাতীয় দৈনিকের একটি সংখ্যায় প্রকাশ করিতে হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত আদালত ভবনের নোটিশ বোর্ডেও উক্ত আদেশের একটি অনুলিপি সাটিয়া দিয়া প্রকাশ করা হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে আদালত ধারা ৪০ এর অধীন কোন ঘোষণাদেশ রদ কিংবা তৎসম্পর্কিত যাবতীয় কার্য ধারা স্থগিত করার আদেশ দেয়, সেইক্ষেত্রে আদালত উক্ত আদেশ সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবে।

৪১। **বদলীকৃত মামলা, ইত্যাদির নিষ্পত্তি।**—ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন বদলীকৃত মামলা বা কার্যধারা, আইনের বিধান সাপেক্ষে, এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা হইবে।

আপোষ-মিমাংসা, পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন, ইত্যাদি

৪২। **আপোষ-মিমাংসা বা পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনা সম্পর্কে নোটিশ প্রদান।**—(১) দেউলিয়া ঘোষণাদেশ প্রদানের পর যদি কোন দেনাদার তাহার দেনার দায় মিটানোর জন্য ধারা ৪৩ এর বিধান অনুসরণে কোন আপোষ-মিমাংসা প্রস্তাব বা তদুদ্দেশ্যে তাহার বিষয়াদি সম্পর্কে পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনা-সম্বলিত প্রস্তাব আদালতে উপস্থাপন করেন তাহা হইলে আদালত উক্ত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন উপস্থাপিত প্রস্তাবের সহিত প্রত্যেক পাওনাদারের নিকট প্রেরণ করার জন্য একটি করিয়া প্রস্তাবের অতিরিক্ত অনুলিপি প্রস্তাবকারী আদালতে দাখিল করিবেন।

(৩) এই বিধির অধীন প্রস্তাব আদালতে দাখিলের পর, আদালত প্রত্যেক পাওনাদারের নিকট তাহার সর্বশেষ সরবরাহকৃত ঠিকানায় রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রস্তাবের অনুলিপি পাঠাইবে এবং শুনানীর যে তারিখ আদালত নির্ধারণ করিয়াছে সেই তারিখ উল্লেখপূর্বক উক্ত তারিখে আদালতে হাজির হইবার জন্য পাওনাদারকে নোটিশ প্রদান করিবে।

৪৩। **পুনর্গঠনের আবেদন সম্পর্কে নোটিশ।**—(১) দেউলিয়া ঘোষণাদেশ প্রদানের পূর্বে বা পরে যে কোন সময় কোন যথাযোগ্য দেনাদার তাহার দেনাসমূহ পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে আদালতের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ আবেদনপত্রে পুনর্গঠনের কারণ উল্লেখপূর্বক উহার সহিত একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা আদালতে উপস্থাপন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন উপস্থাপিতব্য পুনর্গঠন পরিকল্পনার সহিত প্রত্যেক পাওনাদারের নিকট প্রেরণ করার জন্য একটি করিয়া পুনর্গঠন পরিকল্পনার অতিরিক্ত অনুলিপি আবেদনকারী আদালতে দাখিল করিবেন।

(৩) এই বিধির অধীন কোন পরিকল্পনা আদালতে দাখিল করার পর, আদালত প্রত্যেক পাওনাদারের নিকট তাহার সর্বশেষ সরবরাহকৃত ঠিকানায় রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে উক্ত পরিকল্পনার অনুলিপি পাঠাইবে এবং শুনানীর জন্য যে তারিখ আদালত নির্ধারণ করিয়াছে, সেই তারিখ উল্লেখপূর্বক, উক্ত তারিখে আদালতে হাজির হইবার জন্য আদালত পাওনাদারকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(৪) ধারা ৪৬(৫) এর দ্বিতীয় শর্তাংশের বিধান মোতাবেক আদালত সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনায় রদবদল করার পূর্বে পরিকল্পনা দাখিলকারীর মতামত গ্রহণ বা শ্রবন করিবে।

(৫) যেক্ষেত্রে পুনর্গঠন আদেশ প্রদত্ত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রদানের তারিখের এক মাসের মধ্যে, যে কোন পাওনাদার তাহার দাবী প্রমাণ করিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি সকল কাগজপত্র আদালতে জমা করিবেন।

৪৪। **পুনর্গঠন আদেশের ফলশ্রুতিতে গঠিতব্য পাওনাদার কমিটি।**—(১) আদালত কর্তৃক পুনর্গঠন আদেশ প্রদান করার তারিখ হইতে অনূর্ধ পনের দিনের মধ্যে রিসিভার উপ-বিধি (২) বিধান সাপেক্ষে, পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি পাওনাদার কমিটি, অতঃপর এই বিধিতে কমিটি বলিয়া উল্লিখিত, গঠন করিবেন।

(২) কমিটির সদস্যগণের পাওনা জামানতবিহীন এবং পরিমাণের দিক হইতে সর্বোচ্চ হইতে হইবে এবং তাহারা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হইবার ইচ্ছুক হইতে হইবে।

(৩) কমিটির সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবেন।

(৪) কমিটি রিসিভারের পরামর্শ মোতাবেক সময় সময় সভায় মিলিত হইবে এবং রিসিভার কর্তৃক প্রার্থীত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবে।

৪৫। দায়মুক্তির আবেদন সম্পর্কে শুনানীর নোটিশ।—(১) কোন দেউলিয়া তাহার দায়মুক্তির জন্য আদালতে আবেদন করার সময় আদালতের নথিতে লিপিবদ্ধ প্রত্যেক পাওনাদারের নিকট প্রেরণ করার জন্য উক্ত আবেদনের একটি করিয়া অতিরিক্ত অনুলিপি আদালতে দাখিল করিবেন।

(২) এই বিধির অধীন আবেদন আদালতে দাখিলের পর, আদালত প্রত্যেক পাওনাদারের নিকট তাহার সর্বশেষ সরবরাহকৃত ঠিকানায় রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে আবেদনটির অনুলিপি পাঠাইবে এবং শুনানীর যে তারিখ আদালতে নির্ধারণ করিয়াছে, সেই তারিখ উল্লেখপূর্বক উক্ত তারিখে আদালতে হাজির হইবার জন্য পাওনাদারকে নোটিশ প্রদান করিবে।

রিসিভার, রিসিভারের ক্ষমতা, ইত্যাদি

৪৬। সরকারী রিসিভারের অনুমোদিত তালিকা।—(১) সরকারী রিসিভার নিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকার, সময় সময় এই বিধির বিধান সাপেক্ষে, উহার মতে উত্তম চরিত্রের অধিকারী, জনস্বার্থে রিসিভার হিসাবে কাজ করার জন্য উপযুক্ত একক ব্যক্তিগণের একটি তালিকা, অতঃপর অনুমোদিত তালিকা বলিয়া উল্লেখিত, প্রস্তুত করিবে।

(২) কোন ব্যক্তি অনুমোদিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না যদি—

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) তিনি অন্যূন স্নাতক ডিগ্রিধারী না হন;

(গ) তিনি ফৌজদারী মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত হন।

(৩) অনুমোদিত তালিকায় কোন অংশীদারী প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানীর নামও অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

(৪) অনুমোদিত তালিকা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৫) অনুমোদিত তালিকার রিসিভার সরকারী রিসিভার নামে অভিহিত হইবেন।

৪৭। রিসিভার নিয়োগ, ইত্যাদি।—(১) আদালত ডেউলিয়া ঘোষণাদেশ প্রদান করিবার পর, অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে রিসিভার নিয়োগ করিবে এবং এইরূপ নিয়োগের ক্ষেত্রে আদালত ধারা ৬৪ এ বিধৃত শর্তাবলী, যাহা নিম্নে পুনরুল্লেখ করা হইল, অনুসরণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) অন্তর্বর্তী রিসিভার হিসাবে কর্মরত ব্যক্তিকে আদালত স্থায়ী রিসিভার হিসাবে বহাল করিতে পারিবে ;

(খ) কোন ব্যক্তিকে রিসিভার নিয়োগের সময় আদালতের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কার্যধারায় রিসিভারের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই;

(গ) রিসিভার নিয়োগের সময় আদালত, আর্জিকারী পাওনাদার বা দেনাদারের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ পরিমাণ অর্থের দাবী রহিয়াছে এমন অন্যান্য পাওনাদারের অভিপ্রায় বিবেচনা করিবে ;

(ঘ) উপরোক্ত অনুমোদিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে রিসিভারের পদ সমভাবে বন্টন করিতে হইবে ;

(ঙ) যেই ক্ষেত্রে রিসিভার হিসাবে নিযুক্ত ব্যক্তি কোন কারণবশত কাজ করিতে অসমর্থ হন বা তাহাকে উক্ত কাজের জন্য পাওয়া না যায় এবং অনুমোদিত তালিকা হইতে অন্য কোন ব্যক্তিকে লিপিবদ্ধ কারণে নিয়োগ করা না যায়, সেক্ষেত্রে আদালত উক্ত তালিকা বহির্ভূত কোন ব্যক্তিকে রিসিভার নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) যেই ক্ষেত্রে অনুমোদিত তালিকার কোন অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীকে রিসিভার হিসাবে নিয়োগ করা হয়, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী রিসিভারের দায়িত্ব পালন করার জন্য উহার একজন উপযুক্ত এবং আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য কর্মকর্তাকে মনোনীত করিবে।

(৩) নিয়োগলাভের পর রিসিভার অবিলম্বে—

(ক) বন্টনযোগ্য সম্পদ সম্পর্কিত যে সকল দলিল, হিসাব-বহি এবং অন্যান্য কাগজপত্র দেনাদারের দখল বা নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে উহাদের বাস্তব দখল গ্রহণ করিবেন ;

(খ) বন্টনযোগ্য সম্পদের মধ্যে যে সকল বিষয় সম্পত্তি বা সামগ্রীর বাস্তব দখল গ্রহণ করা সম্ভব উহাদের দখল গ্রহণ করিবেন ;

(গ) বন্টনযোগ্য সম্পদের মধ্যে যে সকল সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পত্তি বা দলিলপত্রের বাস্তব দখল গ্রহণ করা সম্ভব নহে, উহাদের প্রতীকী দখল গ্রহণ করিবেন ;

(ঘ) উপরোক্ত দখল গ্রহণ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে ধারা ৬৫(৪) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আদালতের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা গ্রহণ করিবেন।

(৪) বন্টনযোগ্য সম্পদের যে সকল বিষয় সম্পত্তি বা দলিলের দখল রিসিভার দখল করেন, আইনের বিধান অনুযায়ী পাওনাদারগণের সর্বোত্তম স্বার্থে এবং তাহাদের মধ্যে, বন্টন এর উদ্দেশ্যে তিনি উহাদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করিবেন।

৪৮। **রিসিভারের সাধারণ ক্ষমতা, কার্যাবলী ও দায়-দায়িত্ব।**—একজন রিসিভার, আইনের কোন বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্যাবলী সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) সংশ্লিষ্ট বন্টনযোগ্য সম্পদের পক্ষে যে কোন কার্য করিতে ও উক্ত সম্পদের পক্ষে মামলা করিতে পারিবেন ;

(খ) বন্টনযোগ্য সম্পদের পক্ষে বা বিপক্ষে উত্থাপিত দাবীর ব্যাপারে আপোষ-মীমাংসা করিতে বা বিষয়টি শালিসীতে প্রেরণ করিতে, বন্টনযোগ্য সম্পদের উপর বাধ্যকর হয় এমন যে কোন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে এবং বন্টনযোগ্য সম্পদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ও সমীচীন অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন ;

(গ) বন্টনযোগ্য সম্পদের পরিচালনা এবং উক্ত সম্পদ বা উহার কোন অংশ সংগ্রহ, বিক্রয় ও নিষ্পত্তি এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাওনাদারগণ ও আইনের বিধান অনুসারে তাহা পাইবার অধিকারী অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বন্টন করিতে পারিবেন ;

(ঘ) বন্টনযোগ্য সম্পদের যে কোন অবৈধ দখলদার বা হেফাজতকারীকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন এবং, এতদুদ্দেশ্যে, আদালতের মাধ্যমে, পুলিশ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন ;

(ঙ) বন্টনযোগ্য সম্পদের ব্যাপারে দেনাদার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন ;

(চ) দেনাদার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করিতে পারিবেন ;

(ছ) বন্টনযোগ্য সম্পদের ব্যাপারে দেনাদার বা অন্য কোন ব্যক্তির এমন যে কোন কাজ সম্পর্কে আদালতে একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন যে আইন বা দন্ডবিধির অধীন একটি অপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করার মত যুক্তিসংগত কারণ আছে বা যে কাজের কারণে আইন অনুযায়ী দেনাদারের দায়মুক্তি প্রত্যাখ্যান বা স্থগিত করা বা দায়মুক্তি আদেশে কোন শর্ত সংযোজন করা আদালতের পক্ষে যথাযথ হইবে ;

(জ) দেনাদার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আচরণ সম্পর্কে আদালত অন্য কোন প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিলে তাহা দাখিল করিবেন ;

(ঝ) আইনের অধীন কোন অপরাধ সংগঠনকারী দেনাদার বা অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়েরসহ উক্ত মামলা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সহায়তা করিবেন।

৪৯। বন্টনযোগ্য সম্পদের বন্টন।—(১) বন্টনযোগ্য সম্পদের যে সকল বিষয় সম্পত্তি বা দলিলের দখল রিসিভার গ্রহণ করিবেন, আইন এর বিধান অনুযায়ী পাওনাদারগণের সর্বোত্তম স্বার্থে এবং তাহাদের মধ্যে, বন্টনের উদ্দেশ্যে রিসিভার উক্ত বিষয় সম্পত্তি ও দলিলের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয় সম্পদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পাওনাদারগণের অভিপ্রায় নিরূপণকল্পে রিসিভার—

(ক) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পাওনাদার কমিটি না থাকিলে, নিজেই, সময় সময় পাওনাদারগণের সভা আহ্বান করিতে পারিবেন এবং উল্লিখিত বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তাহাদের মতামত গ্রহণ করিতে পারিবেন ;

(খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পাওনাদার কমিটি থাকিলে, নিজেই, উক্ত কমিটির সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন আহুত সভা রিসিভার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময় আহ্বান করা হইবে এবং পাওনাদার বা, ক্ষেত্রমত, কমিটির সদস্যগণ উক্তরূপ সভায় উপস্থিত হইবেন।

(৪) এই বিধির অধীন আহুত সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উক্ত সিদ্ধান্তের ফলাফলের উপর কোন পাওনাদার, বা ক্ষেত্রমত, কমিটির সদস্য আপত্তি উথাপন করিতে পারিবেন না।

(৫) এই বিধির অধীন আহুত ও অনুষ্ঠিত সকল সভায় রিসিভার সভাপতিত্ব করিবেন।

৫০। কতিপয় বিষয়ে রিসিভার কর্তৃক আদালতের দায়িত্ব পালন।— (১) সরকার, সময় সময়, এইরূপ নির্দেশ দিতে পারিবে যে, আইনের অধীনে যে সকল বিষয়ে আদালত এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারে, সেই সকল বিষয় সম্পর্কে সরকারী রিসিভার, আদালতের কোন নির্দেশ থাকিলে তাহা সাপেক্ষে, নিম্নরূপ সকল বা যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) পাওনা-তফসিল প্রণয়ন এবং পাওনাদারগণ উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান;

(খ) জরুরী পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী আদেশ প্রদান ;

(গ) অনাপত্তিকৃত কোন আবেদন বা একতরফাভাবে কোন আবেদনের নিষ্পত্তি।

(২) ধারা ৯৬-তে প্রদত্ত আপীলের অধিকার সাপেক্ষে, উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকারী রিসিভারের যে কোন আদেশ বা কার্য আদালতের আদেশ বা কার্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৫১। রিসিভার কর্তৃক বন্টনযোগ্য অংশ ঘোষণা।— (১) ধারা ৭৬-এর অধীন বন্টনযোগ্য অংশ ঘোষণার পূর্বে, রিসিভার তাহার উক্তরূপ অভিপ্রায়সূচক একটি বিজ্ঞপ্তি সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশ করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ছাড়াও, বন্টনযোগ্য অংশ ঘোষণার অভিপ্রায় সম্বলিত রিসিভারের একটি নোটিশ পাওনা-তফসিলভুক্ত এমন প্রত্যেক পাওনাদারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে যাহারা তাহাদের দাবী সেই সময় পর্যন্ত প্রমাণ করেন নাই।

৫২। রিসিভারের সহায়ক কর্মচারী।— (১) আইনের অধীন রিসিভারের দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদনে তাহাকে সহায়তা করার জন্য আদালত, সরকার কর্তৃক সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) সরকার উপ-বিধি (১) এর অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকুরীর শর্তাবলী এবং তাহাদের পারিশ্রমিক প্রদানের পদ্ধতি সম্বলিত নীতিমালা জারী করিবে এবং তৎভিত্তিক তাহাদের পারিশ্রমিকসহ চাকুরীর অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) এই বিধির অধীন নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, যদি থাকে, ধারা ৬৬ এর অধীন উদ্ধারকৃত বন্টনযোগ্য সম্পদ বা উহার অংশ বিশেষের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে উক্ত ধারা মোতাবেক রিসিভার যে ফিস পাওয়ার অধিকারী হইবেন সেই ফিস এর টাকা হইতে প্রদান করা হইবে।

৫৩। রিসিভার ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অপসারণ।—আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন রিসিভার বা তাহার অধঃস্তন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতেছেন না, তাহা হইলে আদালত উক্ত রিসিভার বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে কোন প্রাক-নোটিশ ব্যতিরেকে চাকুরী হইতে অপসারণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন এম, এল, এস, এস ব্যতীত রিসিভারসহ অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর অপসারণ, সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, কার্যকর হইবে না।

৫৪। রিসিভারের হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) রিসিভার যথাযথভাবে তাহার হিসাব রক্ষণ করিবেন এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, প্রতি বৎসর বা সরকার বা আদালত কর্তৃক নির্দেশিত সময়ে, রিসিভারের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া কপি সংশ্লিষ্ট চার্টার্ড একাউন্টেন্ট সরকার ও আদালতের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট রিসিভারের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং রিসিভার ও তাহার সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) এই বিধির অধীন নিরীক্ষার খরচ ধারা ৬৬ এর অধীন উদ্ধারকৃত বন্টনযোগ্য সম্পদ বা উহার অংশ বিশেষের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে উক্ত ধারা মোতাবেক রিসিভার যে ফিস পাইবার অধিকারী হইবেন সেই ফিস এর টাকা হইতে প্রদান করা হইবে।

৫৫। **বন্টনযোগ্য সম্পদের সংক্ষিপ্ত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি।**—(১) যে ক্ষেত্রে দেনাদার কর্তৃক বা তাহার বিরুদ্ধে আর্জি দাখিল হওয়ার পর, এফিডেভিট বা অন্য কিছুর ভিত্তিতে, আদালতের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দেনাদারের সমুদয় সম্পত্তির মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে আদালত দেনাদারের বন্টনযোগ্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও বিলি-বন্টন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আদালত কর্তৃক দেনাদারের বন্টযোগ্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও বিলিবন্টন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার জন্য কোন আদেশ দেওয়া হইলে, আদালত উক্তরূপ আদেশ সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন বন্টনযোগ্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও বিলি-বন্টনের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি সম্পর্কিত আদালতের আদেশ সম্পর্কে অবহিত হইবার অনূর্ধ পনের দিনের মধ্যে সরকার ধারা ১০৭ এর অধীন ক্ষমতা (যাহা বিধি ৫০ এ পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে) প্রয়োগ করিয়া নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ নির্দেশ প্রদান করা হইলে, এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত সরকারী রিসিভার উক্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও বিলিবন্টন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ব্যবস্থাপনা ও বিলিবন্টন ক্ষেত্রে রিসিভার আদালতের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে স্বীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

ক্রোক

৫৬। **ক্রোকের আওতাবহির্ভূত সম্পত্তি।**—নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে না, যথা ঃ—

(ক) দেনাদার, তাহার স্ত্রী এবং সন্তানগণের পরিধেয় বস্ত্রাদি, রান্নার বাসন-পত্রাদি, বিছানাপত্র এবং এমন গহনাপত্র যাহা ধর্মীয় বিধান অনুসারে কোন মহিলার পক্ষে হাতছাড়া করা সম্ভব নহে ;

(খ) যন্ত্রপাতি, যাহা দেনাদার স্বয়ং ব্যবহার করেন ;

(গ) দেনাদার একজন কৃষিজীবী হইলে, তাহার চাষের যন্ত্রপাতি, গো-মহিষাদি ও বীজ;

(ঘ) দেনাদারের (অবদ্ধককৃত) বাসস্থান বা বাসগৃহ, যাহার ভিত্তিভূমি বা মেঝের আয়তন, শহর এলাকায় এক বা একাধিক তলায় মোট অনধিক ২৫০০ বর্গফুট এবং অন্যান্য এলাকায় এক বা একাধিক তলায় মোট ৫০০০ বর্গফুটের অধিক নয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) দফায় উল্লিখিত সামগ্রীর মোট মূল্য ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকার অধিক হওয়া চলিবে না ; এবং

(ঙ) হিসাবের খাতা।

৫৭। **ক্রোকের নোটিশ**।—(১) দেনাদারের কোন সম্পত্তি ক্রোক করার প্রয়োজন হইলে, এই বিধিমালার অধীন নোটিশ জারীর যে পদ্ধতি নির্ধারিত আছে সেই একই পদ্ধতিতে দেনাদার বা সম্পত্তির দখলদারের উপর নোটিশ জারী করিতে হইবে।

আপীল ও পুনরীক্ষণ

৫৮। **আদালতের সিদ্ধান্ত, ইত্যাদির বিরুদ্ধে আপীল**।—(১) কোন দেনাদার, পাওনাদার, রিসিভার বা অন্য কোন ব্যক্তি আদালতের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, আইনের ধারা ৯৬ এর উপ-ধারা (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, হাইকোর্ট বিভাগে, অতঃপর আপীল আদালত বলিয়া উল্লিখিত, আপীল করিতে পারিবেন।

(২) প্রত্যেকটি আপীল, আপীলকারী বা তাহার উকিল কর্তৃক স্বাক্ষরিত করিয়া, একটি মেমোরেন্ডামের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আপীল আদালত বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্মচারীর নিকট আপীল দাখিল করিতে হইবে।

৫৯। **আপীলের কতিপয় শর্ত**।—(১) কোন ব্যক্তি আপীল করিতে চাহিলে, তিনি—

(ক) তাহার উক্ত অভিপ্রায় সম্পর্কে, বিরোধীয় সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ১০ দিনের মধ্যে, আদালতকে নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করিবেন ;

(খ) দেনাদার হইলে, সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পাওনাদারের সাকুল্য দাবীর ১০% এর সম-পরিমাণ অর্থ দফা (ক) এ উল্লিখিত ১০ দিনের মধ্যে আদালতে জমা দিবেন ;

(গ) বিরোধীয় সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৬০ দিনের মধ্যে আপীলের মেমোরেন্ডাম আপীল আদালতে দাখিল করিবেন ;

(ঘ) আদালত কর্তৃক নির্দেশিত সংখ্যক আপীলের মেমোরেন্ডাম এর অনুলিপি আপীল আদালতে মেমোরেন্ডাম দাখিল করার পূর্বে, আদালতে দাখিল করিবেন ;

(ঙ) মেমোরেন্ডাম এর সহিত আদালত প্রদত্ত এই মর্মে একটি প্রত্যায়ন পত্র দাখিল করিবেন যে, দফা (খ) মোতাবেক প্রয়োজনীয় অর্থ, যদি প্রযোজ্য হয়, জমা করা হইয়াছে এবং দফা (ঘ) মোতাবেক মেমোরেন্ডাম এর প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি আদালতে সরবরাহ করা হইয়াছে।

(২) উপ-বিধি (১) (ক) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্ত হইলে, আদালত—

(ক) উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৫ দিনের মধ্যে বিরোধীয় সিদ্ধান্ত বা আদেশের সত্যায়িত নকল আপীল করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির খরচে তাহাকে সরবরাহ করিবেন ;

(খ) প্রস্তাবিত আপীলের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট মেমোরেন্ডামের অনুলিপি পাঠানোর জন্য আপীল করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেমোরেন্ডামের অনুলিপি আদালতে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিবে ;

(গ) দফা (খ) এর নির্দেশ মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি আদালতে জমা হইলে, আদালত প্রস্তাবিত আপীলের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারেন এইরূপ সকল ব্যক্তির নিকট বা তাহাদের নিয়োজিত এডভোকেটের নিকট বা তাহাদের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট উক্ত অনুলিপি সরবরাহ করিবে।

(৩) এই বিধির অধীন যাবতীয় নকল বা অনুলিপি প্রেরণের খরচের টাকা আপীল করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি অগ্রিম আদালতে জমা করিবেন।

৬০। আপীলের কারণ উল্লেখ।—(১) বিরোধীয় যে সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে, উহা সম্পর্কে আপত্তির কারণসমূহ সংক্ষেপে ও স্পষ্ট শিরোনামাধীনে মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্ত কারণসমূহ ক্রমিক নম্বর যুক্ত হইতে হইবে।

(২) আপীলের মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করা হয় নাই এইরূপ কোন আপত্তির কারণ সম্পর্কে আপীলকারী তাহার বক্তব্য আপীল আদালতের অনুমোদন ব্যতীত পেশ করিতে পারিবেন না এবং তৎসম্পর্কে কোন শুনানীও হইবে না।

৬১। আপীল প্রত্যাখ্যান।—(১) বিধি ৫৭ এবং ৫৮ এ উল্লিখিত কোন শর্ত পালন না করিলে বা পদ্ধতি অনুসারে মেমোরেন্ডামে প্রণয়ন করা না হইলে, আপীল আদালত উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে অথবা উক্ত আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা তৎক্ষণাৎ উহা সংশোধনের জন্য আপীলকারীকে ফেরত দিতে পারিবে।

(২) আপীল আদালত কোন মেমোরেন্ডাম প্রত্যাখ্যান করিলে, উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে।

(৩) আপীলের মেমোরেন্ডাম সংশোধন করা হইলে, আপীল আদালত বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্মচারী উক্ত সংশোধনীতে স্বাক্ষর করিবেন।

৬২। আপীলের কারণে আদেশ বা সিদ্ধান্তের কার্যকরতা স্থগিত হইবে না।—(১) আদালতের কোন আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে শুধু এই কারণে সংশ্লিষ্ট আদেশ বা সিদ্ধান্তের কার্যকরতা স্থগিত হইবে না।

(২) আপীল আদালত দেউলিয়া ঘোষণাদেশ এর কার্যকরতা স্থগিত করিয়া সাধারণত কোন আদেশ প্রদান করিবে না, এবং রিসিভার, দেউলিয়া, ও পাওনাদারগণ আইনের বিধান মোতাবেক কার্য করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল আদালত, লিখিত কারণ উল্লেখ পূর্বক, কোন বিশেষ কার্য করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিলে, রিসিভার, দেউলিয়া বা পাওনাদারগণ তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত কার্য করা হইতে বিরত থাকিবেন।

৬৩। **আপীল মঞ্জুর হইবার পরবর্তী কার্যক্রম।**—(১) আপীল মেমোরেন্ডাম গৃহীত হইলে, আপীল আদালত বা আপীল আদালতের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী মেমোরেন্ডামের উপর উহার দাখিল করার তারিখ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আপীলটি আপীল রেজিষ্টারে রেজিষ্ট্রীভুক্ত করিবেন।

(২) আপীল আদালত বিবাদীকে হাজির হইয়া জবাব দানের নোটিশ দেওয়ার পূর্বে অথবা নোটিশ দেওয়ার পরে, বিবাদীর আবেদনক্রমে, আপীলকারীর নিকট হইতে আপীলের খরচার জামানত তলব করিতে পারিবে।

(৩) আপীল আদালত, প্রয়োজনবোধে, নথি তলব করিবার পর এবং আপীলকারী, বা তাহার উকিল হাজির হইলে, তাহার বক্তব্য শ্রবণের পর যে আদালতের আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে সেই আদালতে কোন নোটিশ প্রেরণ না করিয়াই এবং বিবাদী বা তাহার উকিলের উপর নোটিশ জারী না করিয়াই আপীল খারিজ করিতে পারিবে।

৬৪। **আপীল শুনানীর তারিখ ধার্যকরণ।**—(১) বিধি ৬১ এর অধীন আপীল খারিজ করা না হইলে, আপীল আদালত উহার শুনানীর জন্য তারিখ ধার্য্য করিবে।

(২) আপীল আদালতের কার্যভার, বিবাদীর বাসস্থান এবং আপীলের নোটিশ জারীর জন্য প্রয়োজনীয় সময় বিবেচনা করিয়া আপীল শুনানীর তারিখ এমন ভাবে ধার্য্য করিতে হইবে যেন বিবাদী নির্ধারিত তারিখে হাজির হইয়া আপীলের জবাবদানের জন্য যথেষ্ট সময় পান।

(৩) কোন আপীল বিধি ৬১ অনুসারে খারিজ করা না হইলে, যে আদালতের সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে আপীল আদালত সেই আদালতে নোটিশ প্রেরণ করিবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন আদালতের আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে কিন্তু আদালতের নথিপত্র আপীল আদালতে জমা দেওয়া হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদালত নোটিশ পাওয়া মাত্র যথাসম্ভব শীঘ্র মামলাটির যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র আপীল আদালতে প্রেরণ করিবে অথবা আপীল আদালত যে সকল কাগজ তলব করিবে সেইগুলি প্রেরণ করিবে।

৬৫। **আপীলের শুনানীর তারিখ সম্পর্কে নোটিশ জারী।**—(১) বিধি ৬২ অনুসারে নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে আপীল আদালত উহার ভবনের নোটিশ বোর্ডে একটি নোটিশ লটকাইয়া জারী করিবে এবং যে আদালতের সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে, সেই আদালতেও অনুরূপ নোটিশ প্রেরণ করিবে।

(২) বিবাদীর হাজিরা ও জবাব দানের জন্য যে ভাবে সমন দেওয়া হয়, অনুরূপ পদ্ধতিতে আপীল আদালত বিবাদী বা তাহার উকিলের উপর উক্তরূপ নোটিশ জারি করিবে এবং সমন জারী সংক্রান্ত যাবতীয় বিধান উক্ত নোটিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) যে আদালতের আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে, সেই আদালতে নোটিশ না পাঠাইয়া আপীল আদালত স্বয়ং উপরোক্ত বিধান অনুসারে বিবাদী বা তাহার উকিলের উপর নোটিশ জারী করিতে পারিবে।

৬৬। **নোটিশের বিষয়বস্তু**।—বিবাদীকে প্রদত্ত নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে যে, নির্ধারিত তারিখে তিনি আপীল আদালতে হাজির না হইলে একতরফাভাবে আপীলের শুনানী হইবে।

৬৭। **শুনানীকালীন পদ্ধতি**।—(১) শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে অথবা শুনানী মুলতবী হইলে পরবর্তী তারিখে আপীলের সমর্থনে আপীলকারীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে।

(২) আপীল আদালত যদি অবিলম্বে আপীল খারিজ না করেন, তাহা হইলে আপীলের বিরুদ্ধে বিবাদীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে আপীলকারীর জবাব দানের অধিকার থাকিবে।

৬৮। **আপীলকারীর অনুপস্থিতির কারণে আপীল খারিজ**।—(১) শুনানীর ধার্য্য তারিখে অথবা শুনানী মুলতবী হইলে পরবর্তী তারিখে শুনানীর জন্য ডাক পড়িলে যদি আপীলকারী হাজির না হন, তাহা হইলে আপীল আদালত আপীল খারিজের আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) শুনানীর জন্য ধার্য্য তারিখে যদি আপীলকারী হাজির হন কিন্তু বিবাদী হাজির না হন, তাহা হইলে একতরফাভাবে আপীলের শুনানী হইবে।

৬৯। **খরচার টাকা জমা না দেওয়ার কারণে আপীল খারিজ**।—(১) শুনানীর জন্য ধার্য্য তারিখে অথবা শুনানী মূলতবী হইলে পরবর্তী তারিখে যদি প্রতীয়মান হয় যে, আপীলকারী যথাসময়ে খরচার টাকা জমা না দেওয়ায় বিবাদীর উপর নোটিশ জারী হয় নাই, তাহা হইলে আপীল আদালত আপীল খারিজের আদেশ দিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নোটিশ না দেওয়া সত্বেও যদি আপীলের শুনানীর সময় বিবাদী উপস্থিত হন, তাহা হইলে আপীল খারিজের আদেশ দেওয়া হইবে না।

৭০। **পুনরায় আপীল মঞ্জুরের আবেদন**।—বিধি ৬৭ অনুসারে আপীল খারিজ হইলে, আপীলকারী পুনরায় আপীল মঞ্জুরের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় যে, নির্ধারিত তারিখে তাহার হাজির হইতে না পারার অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খরচার টাকা জমা দিতে না পারার উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে আপীল অদালত মোকাদ্দমার খরচা বা অন্য কিছু সম্পর্কে শর্তাদি আরোপ করিয়া, আপীলটি পুনরায় মঞ্জুর করিবেন।

৭১। **একতরফা শুনানীর ফলে বিবাদীর বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন**।—(১) যে ক্ষেত্রে আপীলের একতরফা শুনানী হয় এবং বিবাদীর বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে বিবাদী পুনরায় আপীলের শুনানী অনুষ্ঠানের জন্য আপীল আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনের বিরুদ্ধে যদি বিবাদী সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে পারেন যে, আপীলের নোটিশ যথারীতি তাহার উপর জারী করা হয় নাই, অথবা আপীলের শুনানীর সময় তাহার হাজিরা না হইতে পারায় যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে আপীল আদালত, খরচা ইত্যাদি সম্পর্কে তাহার উপর উপযুক্ত শর্ত আরোপ করতঃ আপীলের শুনানী পুনরায় অনুষ্ঠান করিবে।

৭২। আপীলের রায়।—(১) আপীল আদালত, পক্ষগণ বা তাহাদের উকিলদের বক্তব্য শ্রবনের পর এবং আপীল আদালতে বা যে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের হইয়াছে সেই আদালতের কার্য্য বিবরণীর কোন অংশ সম্পর্কে রেফারেন্স করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা সম্পন্ন করিবার পর অবিলম্বে বা পরবর্তী কোন তারিখে, যে তারিখ সম্পর্কে পক্ষগণ বা তাহাদের উকিলগণকে নোটিশ দিতে হইবে, প্রকাশ্য আদালতে রায় ঘোষণা করিবে।

(২) আপীল আদালতের রায় লিখিতভাবে দিতে হইবে এবং তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) কি কি বিষয়ে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে;

(খ) তৎসম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্ত;

(গ) অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ;

(ঘ) যে আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে, তাহা রদবদল বা বাতিল করা হইলে, আপীলকারী যে সকল প্রতিকার লাভ করিবেন।

(৩) রায় ঘোষণার সময় বিচারক বা মতৈক্যশীল বিচারকগণ উহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তারিখ দিবেন এবং দ্বিমত পোষণকারী বিচারক, যদি থাকে, যে সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদান উচিৎ বলিয়া তিনি মনে করেন, তাহা লিখিতভাবে উল্লেখ করিবেন এবং উহার জন্য তাহার যুক্তিও উল্লেখ করিবেন।

৭৩। রায় দ্বারা আপীলের বিষয়বস্তু অনুমোদন, রদবদল, ইত্যাদি।—যে আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে, আপীল আদালতের রায় দ্বারা তাহা অনুমোদন, রদবদল বা বাতিল করা যাইতে পারিবে অথবা আপীল আদালতে আদেশ বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পক্ষগণ সম্মত হইয়া থাকিলে, আপীল আদালত তদ-অনুসারে আদেশ দান করিতে পারিবে।

ফরম -১

[ধারা ৯(২) দ্রষ্টব্য]

প্রতি,

জনাব/মেসার্স.....

.....

জনাব,

আপনার/আপনাদের নিকট আমার/আমাদের সর্বমোট .....টাকা ঋণ/পাওনা পরিশোধের মেয়াদ ..... তারিখে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

অতএব আপনাকে/আপনাদিগকে উক্ত ঋণ/পাওনা আগামী .....দিনের মধ্যে পরিশোধ করিতে এই নোটিশ প্রদান করা হইতেছে। আপনাকে/আপনাদিগকে ইহাও জানানো যাইতেছে যে, যদি উক্ত তারিখের মধ্যে উক্ত ঋণ/পাওনা পরিশোধ না করেন বা নিম্নরূপ জামানত প্রদান না করেন, তাহা হইলে এই নোটিশ জারীর তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিন অতিবাহিত হওয়ার পর পরই দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১০ নং আইন) এর অধীন আপনাকে/আপনাদিগকে দেউলিয়া ঘোষণার জন্য আদালতে আর্জি পেশ করা হইবে। আমার/আমাদের দাবীর, ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু নিম্নরূপ ঃ—

১। পাওনাদার/পাওনাদারগণের নাম ও ঠিকানা ঃ

২। দেনাদার/দেনাদারগণের নাম ও ঠিকানা ঃ

৩। দেনার পরিমাণ ঃ

৪। জামানত প্রদানের জন্য আমার/আমাদের শর্তাদি নিম্নরূপ ঃ

(ক)

(খ)

(গ)

পাওনাদার/পাওনাদারগণের স্বাক্ষর

ফরম-২

[ধারা ৩৮ (১) দ্রষ্টব্য]

প্রতি,

.....

.....

(আদালতের নাম ও ঠিকানা)

জনাব,

আপনার আদালতের মামলা নং.....এর রায়ে জনাব/মেসার্স.....

.....দেউলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। তাহার/উহার বিরুদ্ধে আমার প্রমাণযোগ্য দাবীর তথ্যাদি আইনের ধারা ৩৮ (১) এর বিধান অনুযায়ী নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। আদালতের নাম ঃ

২। মোকদ্দমার নম্বর ঃ

৩। পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা ঃ

৪। প্রমাণযোগ্য দাবীকৃত দেনার পরিমাণ ঃ

৫। প্রমাণযোগ্য দাবীকৃত দেনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৬। দাবীর সমর্থনে সাক্ষ্য, ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৭। অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়, যদি থাকে ঃ

তারিখ ঃ

দাবীকারীর স্বাক্ষর।

ফরম-৩

[ধারা ৩৮ (৪) দ্রষ্টব্য]

প্রতি,

.....

.....

(আদালতের নাম ও ঠিকানা)

জনাব,

আপনার আদালতে মামলা নং.....এর রায়ে জনাব/মেসার্স.....
.....দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেউলিয়ার বিরুদ্ধে প্রমাণযোগ্য দেনার দাবীদার সকল ব্যক্তির পাওনা সম্বলিত যে তফসিল আইনের ধারা ৩৮ (১) এর অধীন আদালত প্রকাশ করিয়াছে উহাতে, একজন পাওনাদার হওয়া সত্বেও, আমার নাম অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। এমতাবস্থায়, উক্ত তফসিলে আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য অত্র আবেদন করিতেছি। আমার পাওনার সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয় নিম্নে উপস্থাপন করা হইল ঃ—

১। আদালতের নাম ঃ

২। মোকদ্দমার নং ঃ

৩। আবেদনকারী পাওনাদারের নাম ও ঠিকানা ঃ

৪। প্রমাণযোগ্য দাবীকৃত দেনার পরিমাণ ঃ

৫। প্রমাণযোগ্য দাবীকৃত দেনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৬। দাবীর সমর্থনে উত্থাপনীয় সাক্ষ্য, ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

৭। অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়ে, যদি থাকে ঃ

তারিখ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দিদারুল আনোয়ার
উপ-সচিব।

দেওয়ান দেলওয়ার হোসেন, (অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক), (উপ-নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে নিয়োজিত),
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত,
মোঃ সিকান্দার আলী মন্ডল, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।